ষড়বিংশতি অধ্যায়

অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ

এই অধ্যায়ে নন্দ মহারাজ গর্গমুনির কাছ থেকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা যা শ্রবণ করেছিলেন, গোপগণের কাছে তা বর্ণনা করছেন।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিষয়ে অনবহিত গোপগণ তাঁর বিভিন্ন অসাধারণ কার্যাবলী দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে তারা বললেন, কিভাবে কৃষ্ণের মতো একজন সাত বৎসরের বালক একটি পাহাড়কে উত্তোলিত করছে, কিভাবে সে ইতিপূর্বে পূতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেছে আর কিভাবে বৃন্দাবনের প্রত্যেকের হৃদয়ে সে পরম আকর্ষণ উৎপন্ন করছে তা দর্শন করে, কিভাবে গোপ-সম্প্রদায়ের অনুপযুক্ত পরিবেশে কৃষ্ণের জন্ম হতে পারে সে বিষয়ে তারা সন্দেহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তখন নন্দ মহারাজ গর্গমুনির কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন তা উল্লেখ করে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন।

গর্গমুনি বলেছিলেন যে পূর্বের তিনটি যুগে নন্দপুত্র স্বয়ং শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণের রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর এখন এই দ্বাপর যুগে তিনি ঘনশ্যাম বর্ণ, কৃষ্ণ রূপ ধারণ করেছেন। যেহেতু তিনি বসুদেবের পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই তাঁর অনেক নামের একটি হচ্ছে বাসুদেব এবং তাঁর অসংখ্য নাম রয়েছে যা তাঁর বহু গুণাবলী ও কার্যাবলীকে নির্দেশ করে।

গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কৃষ্ণ গোকুলের সবরকমের দুর্যোগ নিবারণ করবেন, অশেষ মঙ্গল সাধন করবেন এবং গোপ-গোপীগণের আনন্দ বর্ধন করবেন। পূর্ববর্তী যুগে সাধু ব্রাহ্মণগণ যখন নিম্নশ্রেণী দস্যুদের দ্বারা নিপীড়িত হতেন এবং সমাজের কোন যথার্থ শাসক ছিল না, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। অসুরগণ যেমন স্বর্গের দেবতাদের, ভগবান বিষ্ণু তাদের পক্ষে থাকায় পরাজিত করতে পারে না তেমনি কৃষ্ণকে যে ভালবাসে তাকে কোন শত্রুই কখনও পরাজিত করতে পারে না। ভক্ত-বৎসলতায়, তাঁর ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরই মতো।

গর্গমুনির কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত গোপগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের এক শক্ত্যাবিষ্ট স্বরূপ। তাঁরা নন্দ মহারাজ সহ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিধানি কর্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্যতে ।
অতদ্বীর্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্-বিধানি**—এইরূপ; **কর্মাণি**—কার্যাবলী; **গোপাঃ**—গোপগণ; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তে**—তারা; **অতদ্-বীর্য-বিদঃ**—তাঁর শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ; **প্রোচুঃ**—তাঁরা বললেন; **সমভ্যেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে (নন্দ মহারাজের); **সু-বিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপগণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলনরূপ কৃষ্ণের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়ে তাঁরা নন্দ মহারাজের সমীপবর্তী হয়ে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোককে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন লীলা কালে গোপগণ তা বিশ্লেষণ না করে কেবলমাত্র ভগবানের কার্যাবলীর পারমার্থিক আনন্দটুকু উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা যখন তাঁদের গৃহে ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের হৃদয়ে বিহ্বলতার উদয় হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা ভাবলেন, "এখন আমরা সরাসরিভাবে শিশু কৃষ্ণকে গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করতে দেখলাম এবং আমাদের মনে আছে কিভাবে সে পূতনা ও অন্যান্য দানবদের হত্যা করেছিল, দাবানল নির্বাপিত করেছিল এবং আরও কত কি। সেই সময় আমরা ভেবেছিলাম যে এই সমস্ত অসাধারণ কর্মগুলি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের ফলে অথবা নন্দ মহারাজের মহা সৌভাগ্যের জন্য ঘটেছে, কিম্বা সম্ভবত এই বালক ভগবান নারায়ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এইভাবে তাঁর দ্বারা সে শক্তিপ্রদত্ত।

"কিন্তু এই সমস্ত পূর্বানুমান ভুল, কারণ একটি সাত বৎসরের সাধারণ বালক কখনই সাত-সাতটি দিন ধরে গিরিরাজকে ধারণ করতে পারবে না। কৃষ্ণ মানুষ নন। তিনি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং হবেন।

"আবার অপর পক্ষে, আমরা যখন তাঁকে আদর করি শিশু কৃষ্ণ তা ভালবাসেন এবং যখন আমরা—তাঁর কাকা ও শুভানুধ্যায়ীরা, সামান্য জাগতিক গোপগণ, তাঁর প্রতি লক্ষ্য না করি, তিনি বিষণ্ণ বোধ করেন। তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পায়, দধি ও

দুধ চুরি করেন, কখনও কখনও কৌশল করেন, মিথ্যা কথা বলেন, শিশুসুলভভাবে বক বক করেন এবং গো-বৎসদের আদর করেন। তিনি যদি সত্যিই পরমেশ্বর ভগবান হবেন, কেন তাহলে তিনি এইসব করবেন? এই সমস্ত কিছু কি নির্দেশ করছে না, তিনি একজন সাধারণ মনুষ্য শিশু?

"আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরিচয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ। অতএব চল যাই, ব্রজের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা নন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তিনি আমাদের সন্দেহের নিরসন করবেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে গোপগণ এইভাবে তাদের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন এবং তারপর তাঁরা নন্দ মহারাজের বিশাল সভাঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

বালকস্য যদেতানি কর্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

বালকস্য—বালকের; **যৎ**—যেহেতু; **এতানি**—এই সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **অতি-অদ্ভুতানি**—অত্যন্ত বিস্ময়কর; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য হন; **অসৌ**—তিনি; **জন্ম**—জন্ম; **গ্রাম্যেষু**—জাগতিক মনুষ্য মধ্যে; **আত্ম**—স্বীয়; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দাস্পদ।

অনুবাদ

[গোপগণ বললেন—] যেহেতু এই বালক অসাধারণ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, কিভাবে তিনি আমাদের মতো জাগতিক মনুষ্যগণের মাঝে স্বীয় নিন্দাস্পদ জন্ম গ্রহণ করতে পারেন?

তাৎপর্য

একজন সাধারণ জীব অপ্রীতিকর অবস্থা এড়িয়ে যেতে পারেন না, কিন্তু পরমনিয়ন্তা সকল সময়েই তাঁর আনন্দের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করতে পারেন।

শ্লোক ৩

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া ।
কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৩ ॥

যঃ—যে; **সপ্ত-হায়নঃ**—সাত বছর বয়সের; **বালঃ**—একটি বালক; **করেণ**—হাতে; **একেন**—এক; লীলয়া—খেলাচ্ছলে; **কথম্**—কিভাবে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করলেন; **গিরি-**

বরম্—গিরিরাজ গোবর্ধন; **পুষ্করম্**—একটি পদ্ম ফুল; **গজ-রাট্**—মহাবলশালী হাতী; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

এই সপ্ত বর্ষীয় বালক কিভাবে মহাগজের পদ্মফুল ধারণ করার মতো অবলীলাক্রমে একহাতে গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করলেন?

শ্লোক ৪

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ ।
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥ ৪ ॥

তোকেন—শিশু; **আ-মীলিত**—প্রায়-মুদিত; **অক্ষেণ**—নয়নে; **পূতনায়াঃ**—পূতনা রাক্ষসীর; **মহা-ওজসঃ**—মহাবল; **পীতঃ**—পান করে; **স্তনঃ**—স্তন; **সহ**—সহ; **প্রাণৈঃ**—তার প্রাণবায়ু; **কালেন**—কাল দ্বারা; **ইব**—যেমন; **বয়ঃ**—আয়ু; **তনোঃ**—জড় শরীরের।

অনুবাদ

কাল যেমন শরীরের আয়ু শোষণ করেন নিতান্ত এক প্রায়-মুদিত-চক্ষু শিশুরূপে তিনি মহাবল পূতনা রাক্ষসীর স্তন পান করে তার প্রাণ-বায়ু শোষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *বয়ঃ* শব্দটি সাধারণত যৌবন বা আয়ু নির্দেশ করে। সময়ের দুর্দম শক্তি আমাদের প্রাণকে হরণ করে আর প্রকৃতপক্ষে সেই সময় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এইভাবে মহাবল পূতনা রাক্ষসীর ঘটনাতে শ্রীকৃষ্ণ কালপন্থাকে দ্রুততর করে মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনের সময়-সীমাকে হরণ করেছিলেন। এখানে গোপগণ বলতে চেয়েছেন "কিভাবে একজন শিশু যে ভাল করে চোখই মেলতে পারে না, এত সহজে এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাক্ষসীকে হত্যা করল?"

শ্লোক ৫

হিন্বতো ধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক ।
অনোঽপতদ্ বিপর্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥ ৫ ॥

হিন্বতঃ—চালনা করা; **অধঃ**—নীচে; **শয়ানস্য**—শায়িত; **মাস্যস্য**—কয়েক মাস বয়সের শিশু; **চরণৌ**—তাঁর পদদ্বয়; **উদক**—উর্ধ্বদিকে; **অনঃ**—শকট; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **বিপর্যস্তম্**—উল্টোভাবে; **রুদতঃ**—ক্রন্দনরত; **প্রপদ**—পদাগ্র দ্বারা; **আহতাম্**—আঘাতে।

অনুবাদ

একবার তিনমাস বয়সের সময় এক বিশাল শকটের নীচে ক্রন্দনরত অবস্থায় শায়িত থাকার সময় ঊর্ধ্বে পদ নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন তাঁর পদাগ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবার সামান্য কারণে শকটটি উল্টোভাবে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা ।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্ ॥ ৬ ॥

এক-হায়ন—এক বৎসর বয়স; **আসীনঃ**—বসে থেকে; **হ্রিয়মাণঃ**—অপহৃত হয়ে; **বিহায়সা**—আকাশে; **দৈত্যেন**—দৈত্য দ্বারা; **যঃ**—যে; **তৃণাবর্তম্**—তৃণাবর্ত নামে; **অহন্**—বধ; **কণ্ঠ**—তাঁর গলদেশ; **গ্রহ**—বলপূর্বক অধিকার করে; **আতুরম্**—যন্ত্রণাকাতর।

অনুবাদ

এক বৎসর বয়সের সময় তিনি যখন শান্তভাবে বসেছিলেন, তৃণাবর্ত দৈত্য এসে তাঁকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে যায়। কিন্তু শিশু কৃষ্ণ দৈত্যের গলা টিপে তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে বধ করেন।

তাৎপর্য

গোপগণ, যাঁরা কৃষ্ণকে একটি সাধারণ শিশুর মতো ভালবাসতেন, এই সমস্ত কার্যাবলীতে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু সাধারণত এক বলশালী রাক্ষসীকে বধ করতে পারে না এবং কেউ ভাবতেই পারে না যে, এক বৎসরের একটি শিশু, তাকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে যাওয়া এক দৈত্যকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণ এই অপূর্ব ঘটনাসমূহ সম্ভব করেছিলেন আর গোপগণ তাঁর কার্যাবলী স্মরণ ও আলোচনা করে তাঁর প্রতি প্রেম বর্ধন করছিলেন।

শ্লোক ৭

ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উদুখলে ।
গচ্ছন্নর্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥

ক্বচিৎ—কোন এক সময়ে; **হৈয়ঙ্গব**—নবনীত (মাখন); **স্তৈন্যে**—চুরিরত; **মাত্রা**—তাঁর মাতার দ্বারা; **বদ্ধঃ**—বন্ধন করা; **উদুখলে**—উদুখল; **গচ্ছন্**—গমন করে; **অর্জুনয়োঃ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ; **মধ্যে**—মধ্যে; **বাহুভ্যাম্**—তার বাহুদ্বয় দ্বারা; **তৌ-অপাতয়ৎ**—ভূপাতিত করেছিলেন।

অনুবাদ

একবার তাঁর মা তাঁকে মাখন চুরি করতে দেখে উদুখলে বেঁধে রাখেন। অতঃপর তাঁর বাহুদ্বয় দ্বারা হামাগুড়ি দিয়ে সে উদুখলটিকে অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ভূপাতিত করেন।

তাৎপর্য

শিশু কৃষ্ণের উঠোনে সুউচ্চ অর্জুন বৃক্ষ দুটি ছিল প্রাচীন ও বিস্তৃত বেধ সম্পন্ন। তৎসত্ত্বেও সেগুলি অতি সহজেই দুষ্টু শিশুর দ্বারা ভূপতিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥ ৮ ॥

বনে—বনে; **সঞ্চারয়ন্**—চারণ করা; **বৎসান্**—গো বৎস; **স-রামঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **বালকৈঃ**—গোপ-বালকদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **হন্তু-কামম্**—বধ করার আকাঙ্ক্ষায়; **বকম্**—বকাসুর; **দোর্ভ্যাম্**—স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা; **মুখতঃ**—মুখ হতে; **অরিম্**—শত্রু; **অপাটয়ৎ**—বিদীর্ণ করেছিলেন।

অনুবাদ

আরেকবার, কৃষ্ণ যখন বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে বনে গোবৎস-চারণ করছিলেন, কৃষ্ণকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে বকাসুরের আগমন হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই শত্রুর মুখ ,থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া ।
হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥ ৯ ॥

বৎসেষু—গোবৎসগণের মধ্যে; **বৎস-রূপেণ**—বৎসরূপ ধারণ করে; **প্রবিশন্তম্**—যে প্রবেশ করেছিল; **জিঘাম্‌সয়া**—হত্যার ইচ্ছায়; **হত্বা**—তাকে বধ করে; **ন্যপাতয়ৎ**—ভূপাতিত করেছিলেন; **তেন**—তার দ্বারা; **কপিত্থানি**—কপিত্থ ফলসমূহ; **চ**—ও; **লীলয়া**—ক্রীড়া রূপে।

অনুবাদ

কৃষ্ণকে হত্যার কামনায় বৎসাসুর গোবৎসের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই অসুরকে হত্যা করে, তার দেহকে ব্যবহার করে, বৃক্ষ হতে কপিত্থ ফল ভূপাতিত করার ক্রীড়া উপভোগ করলেন।

শ্লোক ১০

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতম্ ॥ ১০ ॥

হত্বা—বধ করে; **রাসভ**—ধেনুক (গর্দভ) রূপী; **দৈতেয়ম্**—দিতির বংশধরগণ; **তৎ-বন্ধূন**—অসুরের সঙ্গীরা; **চ**—ও; **বল-অন্বিতঃ**—বলরাম সহযোগে; **চক্রে**—তিনি করেছিলেন; **তাল-বনম্**—তালবন; **ক্ষেমম্**—পবিত্র; **পরিপক্ক**—সম্পূর্ণ পরিণত বা পক্ক; **ফল**—ফলসমূহে; **অন্বিতম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে কৃষ্ণ ধেনুকাসুর ও তার সমস্ত মিত্রদের হত্যা করে, প্রচুর সুপক্ক তাল ফলে পূর্ণ তালবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনেক, অনেককাল আগে দেবী দিতির গর্ভে মহাবলশালী দানব হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছিল। তাই দানবদের সাধারণত *দৈতেয়* বা *দৈত্য* বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে "দিতির বংশধরগণ"। ধেনুকাসুর তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে তালবনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম তাদের হত্যা করেছিলেন ঠিক যেভাবে আধুনিক সরকার সাধারণ মানুষকে উৎপীড়নকারী সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা করে থাকে।

শ্লোক ১১

প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা ।
অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ॥ ১১ ॥

প্রলম্বম্—প্রলম্ব নামক অসুর; **ঘাতয়িত্বা**—বিনাশ করিয়ে; **উগ্রম্**—ভয়ানক; **বলেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **বল-শালিনা**—বলশালী; **অমোচয়ৎ**—তিনি রক্ষা করেছিলেন; **ব্রজ-পশূন্**—ব্রজের পশুগণকে; **গোপান্**—গোপবালকেরা; **চ**—ও; **আরণ্য**—বনের; **বহ্নিতঃ**—আগুন থেকে।

অনুবাদ

বলশালী শ্রীবলরামের দ্বারা ভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরকে বধ করানোর পর কৃষ্ণ, ব্রজের গোপবালক ও তাদের পশুদের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১২

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্বিষোদকাম্‌ ॥ ১২ ॥

আশী—তার বিষদাঁত; **বিষ-তম্‌**—অত্যন্ত শক্তিশালী বিষে পূর্ণ; **অহি**—সর্পের; **ইন্দ্রম্‌**—প্রধান; **দমিত্বা**—দমনপূর্বক; **বিমদম্‌**—যার গর্ব নাশ করা হয়েছিল; **হ্রদাৎ**—হ্রদ থেকে; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **উদ্বাস্য**—নির্বাসিত; **যমুনাম্‌**—যমুনা নদী; **চক্রে**—করে; **অসৌ**—তিনি; **নির্বিষ**—বিষমুক্ত; **উদকাম্‌**—তার জল।

অনুবাদ

অত্যন্ত বিষধর সর্প কালিয়কে দমন করার পর কৃষ্ণ তার গর্বনাশ করে বলপূর্বক তাকে যমুনার হ্রদ থেকে নির্বাসিত করেন। এইভাবে ভগবান নদীজলকে সর্পের তীব্র বিষ থেকে মুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিনসর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্‌ ।
নন্দতে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্‌ ॥ ১৩ ॥

দুস্ত্যজঃ—ত্যাগ করা দুঃসাধ্য; **চ**—ও; **অনুরাগঃ**—স্নেহ; **অস্মিন্‌**—তাঁর জন্য; **সর্বেষাম্‌**—সমস্ত; **নঃ**—আমাদের; **ব্রজ-ওকসাম্‌**—ব্রজবাসী; **নন্দ**—হে নন্দ মহারাজ; **তে**—আপনার; **তনয়ে**—পুত্রের জন্য; **অস্মাসু**—আমাদের প্রতি; **তস্য**—তাঁর; **অপি**—ও; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্বাভাবিক; **কথম্‌**—কিভাবে।

অনুবাদ

হে নন্দ, আমরা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রজবাসীরা তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের অবিরত অনুরাগ পরিত্যাগ করতে পারছি না, এটা কিভাবে হচ্ছে? কিভাবে সেও স্বতস্ফূর্তভাবে আমাদের আকর্ষণ করছে?

তাৎপর্য

এই *কৃষ্ণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "সর্বাকর্ষক"। বৃন্দাবনের অধিবাসীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের নিরন্তর অনুরাগ ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর প্রতি তাদের মনোভাবটি কেবলমাত্র আস্তিক বা ভগবৎ-বিশ্বাসীদের মতো ছিল না, কারণ তিনিই ভগবান কি না এই বিষয়ে 'শুধু ভগবৎ-বিশ্বাসী'রা নিশ্চিত নয়। কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সকল অনুরাগকে যথাযথভাবে আকর্ষণ করেন কারণ ভগবানরূপে তিনি সর্বাকর্ষক ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রেমের পরম লক্ষ্য।

গোপগণও প্রশ্ন করেছিলেন "বালক কৃষ্ণ কিভাবে আমাদের জন্য এরূপ নিরন্তর অনুরাগ অনুভব করেন?" প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সকল জীবকেই ভালবাসেন, যারা তাঁর নিত্য-সন্তান। *ভগবদ্গীতার* শেষ দিকে ভগবান কৃষ্ণ নাটকীয়ভাবে অর্জুনের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা ঘোষণা করলেন আর অর্জুনকেও তাঁর প্রতি শরণাগতির দ্বারা সেই অনুরাগের বিনিময় করতে বললেন। ভগবান কৃষ্ণের প্রতি প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন, *এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ'*—"হে ভগবান, আমার প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাময়, কিন্তু আমি এতই দুর্ভাগা যে আপনার প্রতি অনুরাগও আমার মধ্যে জাগরিত হয় না।" (শিক্ষাষ্টক ২) এই কথার মধ্যেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অনুরাগ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমরা ভগবানের সঙ্গে এই *অনুরাগ* পরস্পর বিনিময় করতে পারি না, যা ভগবান আমাদের জন্য অনুভব করে থাকেন। যদিও আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর এবং ভগবান হচ্ছেন অনন্ত আকর্ষণীয়, তবু যে কোনভাবেই হোক আমরা তাঁকে আমাদের অনুরাগ প্রদান করি না। এই ধরনের মূর্খতার দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে, যেহেতু ভগবানের শরণাগত হব কিম্বা হব না এই প্রয়োজনীয় মতপ্রকাশটি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর।

বদ্ধ জীবকে তাদের প্রকৃত আনন্দময় চেতনা, ভগবৎ-প্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরণে সাহায্য করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি দক্ষ ও নিয়মানুগ কর্মসূচি প্রদান করছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের ভাবটি এতই চমৎকার যে বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণের নিজ পার্ষদগণও আশ্চর্য হয়ে যান আর এই সমস্ত শ্লোকসমূহে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্ ।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥ ১৪ ॥

ক্ব—কোথায়; **সপ্ত-হায়নঃ**—সাত বৎসর বয়স্ক; **বালঃ**—এই বালক; **ক্ব**—কোথায়; **মহা-অদ্রি**—বিশাল পর্বত; **বিধারণম্**—উত্তোলন; **ততঃ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **জায়তে**—উদয় হচ্ছে; **শঙ্কা**—সন্দেহ; **ব্রজ-নাথ**—হে ব্রজ-নাথ; **তব**—তোমার; **আত্মজে**—পুত্র সম্বন্ধে।

অনুবাদ

কোথায় এই সাত বৎসর বয়সের বালক আর কোথায় তাঁর গিরি গোবর্ধন উত্তোলন, যা আমরা দর্শন করলাম। অতএব, হে ব্রজ-নাথ, তোমার এই পুত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সন্দেহের উদয় হচ্ছে।

শ্লোক ১৫

শ্রীনন্দ উবাচ

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে ।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥ ১৫ ॥

শ্রীনন্দঃ উবাচ—শ্রীনন্দ মহারাজ বললেন; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার; **বচঃ**—কথা; **গোপাঃ**—হে গোপগণ; **ব্যেতু**—দূর হোক; **শঙ্কা**—সন্দেহ; **চ**—এবং; **বঃ**—তোমরা; **অর্ভকে**—বালক সম্বন্ধে; **এনম্**—এই; **কুমারম্**—শিশুর; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশে; **গর্গঃ**—গর্গ মুনি; **মে**—আমাকে; **যৎ**—যা; **উবাচ**—বলেছেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ উত্তর করলেন—হে গোপগণ, আমার কথা শ্রবণ করে আমার পুত্র সম্বন্ধে তোমাদের সকল শঙ্কা দূর হোক।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সত্য গর্গাচার্যের কাছ থেকে নন্দ মহারাজ ইতিপূর্বে শ্রবণ করেছিলেন সেই বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন আর তাই তিনি অবিরত কৃষ্ণের কার্যাবলী স্মরণ করতেন আর সেই কার্যাবলীর অসম্ভাব্যতা বিষয়ে সমস্ত ভাবনা থেকে বিরত থাকতেন। এখন তিনি সেই সমস্ত কথাই গোপগণকে বর্ণনা করছেন।"

শ্লোক ১৬

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

বর্ণাঃ ত্রয়ঃ—তিনটি বর্ণ; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে; **অস্য**—তোমার পুত্র কৃষ্ণ; **আসন্**—ধারণ করেছিলেন; **গৃহ্ণতঃ**—গ্রহণ করে; **অনুযুগম্ তনূঃ**—বিভিন্ন যুগ অনুসারে দিব্য দেহ; **শুক্লঃ**—কখনও শ্বেত; **রক্তঃ**—কখনও লাল; **তথা**—এবং; **পীতঃ**—কখনও পীত; **ইদানীম্ কৃষ্ণতাম্ গতঃ**—এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী ছয়টি শ্লোক (১৭ থেকে ২২) এই স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায় থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে তাঁর পুত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করছেন। এখানে প্রাপ্ত এই সমস্ত শ্লোকের অনুবাদগুলি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত অনুবাদ। অষ্টম অধ্যায়ে যেখানে মূল শ্লোকগুলি রয়েছে, সুধী পাঠকগণ সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত বিস্তৃত তাৎপর্য সমূহ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৭

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

প্রাক্—পূর্বে; **অয়ম্**—এই শিশুটি; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তব**—তোমার; **আত্মজঃ**—কৃষ্ণ, যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে; **বাসুদেবঃ**—তাই তার নাম বাসুদেব রাখা যেতে পারে; **ইতি**—এই প্রকার; **শ্রীমান্**—অত্যন্ত সুন্দর; **অভিজ্ঞাঃ**—জ্ঞানবান্; **সম্প্রচক্ষতে**—কৃষ্ণকে বাসুদেবও বলেন।

অনুবাদ

কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন।

শ্লোক ১৮

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৮ ॥

বহূনি—বহু; **সন্তি**—রয়েছে; **নামানি**—নাম; **রূপাণি**—রূপ; **চ**—ও; **সুতস্য**—পুত্রের; **তে**—তোমার; **গুণ-কর্ম-অনুরূপাণি**—তাঁর গুণ এবং কর্ম অনুসারে; **তানি**—সেগুলি; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **নো জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা জানে না।

অনুবাদ

তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না।

শ্লোক ১৯

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৯ ॥

এষঃ—এই শিশুটি; **বঃ**—তোমাদের সকলের জন্য; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **আধাস্যৎ**—পরম মঙ্গল বিধান করবে; **গোপ-গোকুল-নন্দনঃ**—গোকুলের গোপনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করে ঠিক এক গোপবালকের মতো; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সর্ব-দুর্গাণি**—সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা; **যূয়ম্**—তোমাদের সকলের; **অঞ্জ**—অনায়াসে; **তরিষ্যথ**—উত্তীর্ণ হবে।

অনুবাদ

গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে, এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।

শ্লোক ২০

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥ ২০ ॥

পুরা—পূর্বে; **অনেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **ব্রজ-পতে**—হে ব্রজরাজ; **সাধবঃ**—সাধুরা; **দস্যু-পীড়িতাঃ**—দস্যু তস্করদের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে; **অরাজকে**—রাষ্ট্রসরকার যখন অরাজক হয়ে গিয়েছিল; **রক্ষ্যমাণাঃ**—সুরক্ষিত হয়েছিলেন; **জিগ্যুঃ**—পরাজিত করেছিলেন; **দস্যূন্**—দস্যু তস্করদের; **সমেধিতাঃ**—বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ২১ ॥

যে—যাঁরা; **এতস্মিন্**—এই শিশুটিকে; **মহা-ভাগেঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **প্রীতিম্**—স্নেহ; **কুর্বন্তি**—করে; **মানবাঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **ন**—না; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **অভিভবন্তি**—পরাভূত করে; **এতান্**—যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত; **বিষ্ণু-পক্ষান্**—বিষ্ণুপক্ষীয় দেবতাগণ; **ইব**—সদৃশ; **অসুরাঃ**—অসুরেরা।

অনুবাদ

অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না।

শ্লোক ২২

তস্মান্নন্দকুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন তৎকর্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **নন্দ**—হে নন্দ মহারাজ; **কুমারঃ**—শিশু; **অয়ম্**—এই; **নারায়ণ-সমঃ**—নারায়ণেরই মতো (দিব্য গুণাবলী সমন্বিত); **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **কীর্ত্যা**—কীর্তির দ্বারা; **অনুভাবেন**—এবং তাঁর প্রভাবের দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **কর্মসু**—কার্যাবলী বিষয়ে; **ন**—নেই; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়ের।

অনুবাদ

অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই শিশুটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। অতএব তাঁর কার্যকলাপে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ এখানে গোপগণকে গর্গমুনি কথিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মের গোপন বৃত্তান্তের উপসংহার প্রদান করছেন।

শ্লোক ২৩

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে ।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ; **মাম্**—আমাকে; **সমাদিশ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **গর্গে**—গর্গাচার্য; **চ**—ও; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর স্বীয় গৃহে; **গতে**—প্রস্থান করেছিলেন; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করেছিলাম; **নারায়ণস্য**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের; **অংশম্**—শক্ত্যাবেশ প্রকাশ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অক্লিষ্ট-কারিণম্**—যিনি আমাদের দুঃখমুক্ত রাখেন।

অনুবাদ

[নন্দমহারাজ বলে চললেন—] আমাকে এই সমস্ত কথা বলার পর গর্গমুনি গৃহে ফিরে গেলে আমাদের সুখকারী কৃষ্ণকে আমি প্রকৃতপক্ষে ভগবান নারায়ণের অংশ প্রকাশরূপে বিবেচনা করেছিলাম।

শ্লোক ২৪

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ ।
মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণং চ গতবিস্ময়াঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **নন্দ-বচঃ**—নন্দ মহারাজের কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গর্গ-গীতম্**—গর্গমুনির বাক্যসমূহ; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **মুদিতাঃ**—আনন্দিত; **নন্দম্**—নন্দ-মহারাজ; **আনর্চুঃ**—তারা পূজা করলেন; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **গত**—হীন; **বিস্ময়াঃ**—বিস্ময়।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলছেন—] নন্দ মহারাজের মুখে গর্গমুনির বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ব্রজবাসীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁরা বিস্ময়শূন্য হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নন্দ মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে এই শ্লোকের *আনর্চুঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, বৃন্দাবনবাসীরা তাঁদের গৃহ থেকে গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র নিয়ে এসে তা নন্দ মহারাজ ও কৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁদের পূজা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরেকটু যোগ করে বলেছেন যে, বৃন্দাবনবাসীরা নন্দ ও কৃষ্ণকে তাদের প্রেমময় নিবেদন রত্নরাজি ও স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পূজা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এইসব

কথোপকথন যখন চলছিল, শ্রীকৃষ্ণও তখন বনে খেলা করছিলেন। তাই তিনি যখন গৃহে ফিরে এলেন, বৃন্দাবনবাসীরা তাঁকে সুন্দর পীত বস্ত্র, কণ্ঠহার, অনন্ত (বাহু আভরণ বিশেষ), দুল ও মুকুট দিয়ে সুশোভিত করে আদর করলেন এবং তাঁরা জয়-ধ্বনি দিলেন, "জয় ব্রজভূমিভূষণ কী জয়!"

শ্লোক ২৫

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্ ।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম ॥ ২৫ ॥

দেবে—যখন দেবরাজ ইন্দ্র; **বর্ষতি**—বর্ষণ করতে লাগলেন; **যজ্ঞ**—তাঁর যজ্ঞের; **বিপ্লব**—অভিঘাতজনিত; **রুষা**—ক্রোধে; **বজ্র**—বজ্র; **অশ্ম-বর্ষা**—শিলা; **অনিলৈঃ**—এবং বায়ু; **সীদৎ**—দুর্ভোগ; **পাল**—গোপগণ; **পশু**—পশু; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **আত্ম**—তাঁর; **শরণম্**—তাদের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অনুকম্পী**—স্বভাবত অত্যন্ত সদয়; **উৎস্ময়ন্**—ঈষৎ হাস্য সহকারে; **উৎপাট্য**—উত্তোলন করলেন; **এক-করেণ**—এক হাতে; **শৈলম্**—গোবর্ধন পর্বত; **অবলঃ**—বালকের; **লীলা**—ক্রীড়ায়; **উচ্ছিলীন্ধ্রম্**—ছত্রাক; **যথা**—ঠিক যেন; **বিভ্রৎ**—তিনি ধারণ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠ; **অপাৎ**—তিনি রক্ষা করলেন; **মহা-ইন্দ্র**—রাজা ইন্দ্রের; **মদ**—গর্ব; **ভিৎ**—ধ্বংসকারী; **প্রীয়াৎ**—সন্তুষ্ট হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **ইন্দ্রঃ**—প্রভু; **গবাম্**—গো সমূহের।

অনুবাদ

তাঁর যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বজ্র ও প্রবল বায়ু সহযোগে গোকুলে বারি ও শিলা বর্ষণ করতে লাগলেন। ফলে সেখানকার গোপ, পশু ও স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ আশ্রিতজনদের এই অবস্থায় দর্শন করলেন, তিনি স্মিত হেসে এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরলেন, ঠিক যেন কোন বালক ক্রীড়াছলে একটি ছত্রাককে তুলে ধরল। এইভাবে গোপ সম্প্রদায়কে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণকারী শ্রীগোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রীত হোন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র শব্দটির অর্থ রাজা। এই শ্লোকে তাই নির্দিষ্টভাবে কৃষ্ণকে *ইন্দ্রো গবাম্* অর্থাৎ গো-সমূহের রাজা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সত্যিকারের রাজা, প্রত্যেকের প্রকৃত শাসক আর দেবতারা তাঁর পরম ইচ্ছার রূপদানকারী, বস্তুত তাঁর ভৃত্য মাত্র।

এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, ভগবান কৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন, বৃন্দাবনের সরল গোপগণের মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল আর তাঁরা বারবারই এই বিশেষ কর্মটিকে স্মরণ করেছেন। অবশ্যই যাঁরা শান্তভাবে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বালক কৃষ্ণের কার্যাবলী বিবেচনা করবেন, তাঁরা তাঁর শরণাগত হয়ে, তাঁর ভক্তিপূর্ণ সেবায়, নিত্য ভক্তে পরিণত হবেন। এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর সেটিই হবে কারো সঠিক বুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।